REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হইতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিজয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

মুরারি বটিকা।

—:০:—

সর্ব্ববিধ নূতন পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরের অদ্বিতীয় মহৌষধ।

সিভিল সার্জ্জন, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও অন্যান্য ডাক্তারগণ দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত, প্রশংসিত এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। রোগের উৎপত্তি ও প্রতীকার সম্বন্ধে পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতায় স্থাপিত স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন নামক সর্ব্বোচ্চ বিদ্যালয়ের হাসপাতালে রোগীকে মুরারি বটিকা, সেবন করানয় আশ্চর্য্য ফল দর্শিয়াছে এবং মুরারি বটিকা ম্যালেরিয়ার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। ২০ বটিকার শিশির মূল্য এক টাকা মাত্র

বেঙ্গল প্রিজার্ভিং কোম্পানী।
১০নং ডিহি ইটালী রোড, কলিকাতা।

১৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৭ই আষাঢ় বুধবার ১৩৩৪ ইংরাজী 22nd June 1927. | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

হিলিংবাম

গত ৩১ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইঁহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২॥০
" " ছোট শিশি ১৷০

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে বর্ষা পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে
কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
মুখকে সুন্দর করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চুলকে খুব কাল করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চিন্তাশীলের সহায়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সবারই নিত্য প্রয়োজ

মুল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

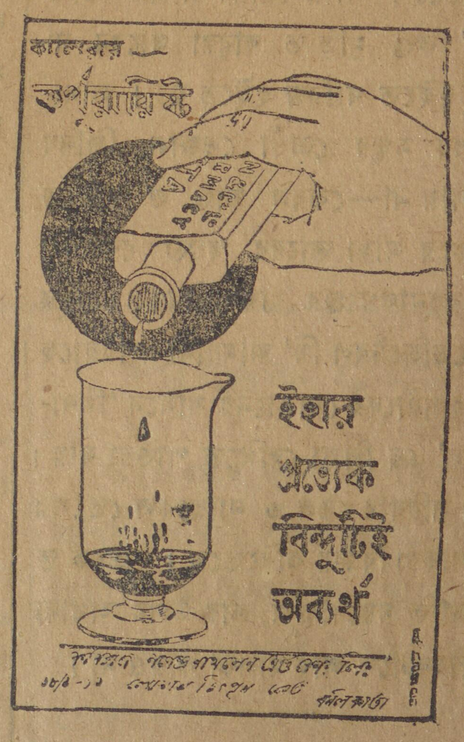

কলেরায় নিরাপদ হইতে হইলে

কর্পূরারিষ্ট ঘর করিয়া রাখা উচিত।

মূল্য আট আনা মাত্র

ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

জমি বিক্রয়।

—•—

পরগণা গনকরের ভেষড়ি-রামপুরার মাঠে ১১ দাগে ৩০।৩।০ বিঘা জমি যাহার বার্ষিক খাজনা ১৮।১০ টাকা প্রজা শ্রীজীবনকালী রায় দিঃ নামে বাবু শ্যামাপদ রায় দিঃ সেরেস্তায় লিখিত আছে। উক্ত জমি বিক্রয় করা হইবে। বিশেষ বিবরণ জন্য তেবড়ি নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের নিকট কিম্বা নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

শ্রীজীবনকালী রায়।
১০ রমাপ্রসাদ রায় লেন, কলিকাতা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৭ই আষাঢ় বুধবার ১৩৩৪ সাল।

খাদ্যে ভেজাল।

—•—

আজকাল বাঙ্গালীর সকল প্রকার খাদ্যেই যথেষ্ট পরিমাণে ভেজাল মিশ্রিত হইতেছে এবং আমরাও অম্লান বদনে উক্ত দ্রব্যসকল বেমালুম উদরস্থ করিয়া মরণের পথে অগ্রসর হইতেছি। ঘৃত, ময়দা, তৈল, দুগ্ধ সকলই ভেজালপূর্ণ। ঘৃতে যে কত প্রকার ভেজাল দেওয়া হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত। আবার 'ভেজিটেবল ঘি' বলিহারী খরিদ্দার। আজকাল বাবুদের চা, বিস্কুট, হালুয়া ফুল্কলুচি না হ'লেই চলে না, কিন্তু ফল ত হাতে হাতে দেখা যাচ্ছে,—অম্বল, অম্বলশূল। কলের সরিষার তেলে উদ্ভিজ্য ভেজাল ব্যতীত 'মিনারেল অয়েল' অর্থাৎ বিশুদ্ধ কেরোসিন তৈল মিশাইয়া ব্যবসায়ীগণ বিশেষ লাভবান হইতেছেন এবং খরিদ্দারগণ নানাবিধ রোগে ভুগিয়া মরণ বরণ করিতেছে। খাঁটি জিনিষ বলিতে 'ভাত আর মুড়ি,' কিন্তু মুড়ি ত বাবুরা খাবেন না পাছে বাবু হইতে খারিজ হইতে হয়। আমাদের দেশের মজুর শ্রেণী ভেজাল জিনিষ খাইতে পায় না—কেবল ভাত ও মুড়িতে উদরপূর্ত্তি করে আহা তাদের স্বাস্থ্য কেমন! আমাদের রঘুনাথগঞ্জের ব্যবসায়ীগণও প্রচুর পরিমাণে 'ভেজিটেবল ঘি' আমদানী করিয়াছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দোকানের সামনে 'মিনারেল অয়েল' এর পিপা দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত তেল সরিষার তেল ও নারিকেল তেলের সহিত মিশাইয়া বিক্রয় করিতেছে। একে ত বাঙ্গালী জাতি মরণোন্মুখ, তার উপর অখাদ্য খাইয়া জীবনটাকে আর হালকা করিও না।

দেশবন্ধু-স্মৃতি-বার্ষিকী।

—•—

গত ১৬ই জুন ও পরবর্ত্তী তিন দিবস বঙ্গের সর্ব্বত্র পরলোকগত দেবপ্রতীম নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের স্মৃতিপূজা হইয়াছে। উক্ত ১৬ই জুন সন্ধ্যা ৭টার সময় জঙ্গিপুর সরস্বতী লাইব্রেরী হলে শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন ব্রহ্ম মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালীকান্ত সরকার ও শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। ১৯শে জুন প্রাতঃকালে দেশবন্ধু পাঠাগারের উদ্যোগে এক শোভাযাত্রা বাহির হয়। সরস্বতী লাইব্রেরীর সভায় ও শোভাযাত্রায় জঙ্গিপুর রঘুনাথগঞ্জের প্রায় সকল যুবকই যোগদান করিয়াছিলেন কিন্তু বয়োবৃদ্ধেরা বিশেষতঃ উকিল সম্প্রদায় দেশবন্ধুর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন নাই। শোভাযাত্রার দিন যুবকদিগের সহিত শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত সরকার ব্যতীত আর কাহাকেও দেখা যায় নাই। জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জের লোকের এই মানসিক দৈন্য ও দুর্গতি দেখিয়া যথার্থই দুঃখ হয়।

সাহায্য দান।

—•—

৺কৈলাসানন্দ স্বামী যিনি এতদঞ্চলে কৈলাস গোঁসাই নামে সাধারণের পরিচিত ছিলেন, ডাবুকেশ্বর নামক স্থানে তিনি যে বিরাট শিবমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন এক্ষণে উক্ত শিবের সেবা অর্চ্চনাদির জন্য মজুদ টাকার উদ্ধার ও অতিথি সেবার বন্দোবস্ত জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমার অধীনস্থ দক্ষিণ গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত ধরণীধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে নিম্নলিখিত সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। সাধারণের অবগতির জন্য তাহা প্রকাশিত হইল।

শ্রীদুর্গাচরণ সরকার ॥০, কৃষ্ণচন্দ্র বড়াল ৪৲, হরিহর ঘোষাল ২৲, শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।০, রাখালরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, বসন্তকুমার দাস ১৲, রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, রাখাল দাস দত্ত ॥০, হরিপদ সেন ॥০, যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ১৲, দামোদর খাঁ ১৲, নিত্যকালী দাসীর ম্যানেজার ॥০, পঙ্কজকুমার দাস সাং দফরপুর ৪৲, অচলাবালা দেবী ৫৲, পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় ১৲

স্বাঃ শ্রীধরণীধর চট্টোপাধ্যায়,
পোঃ দক্ষিণগ্রাম (বীরভূম)

দেশবন্ধু পাঠাগার।

—•—

বিগত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার দেশবন্ধু পাঠাগারের সাধারণ সভার অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান বৎসরের জন্য পাঠাগারের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ রায়, শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বিজলী ভূষণ মিত্র, দ্বারকানাথ সাহা, অমিয় মোহন রায়, গোপাল চন্দ্র বসু, রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেণীমকেশ ঘোষ, সিদ্ধেশ্বর ঘোষাল, দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়, বিজয় ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত চক্রবর্ত্তী, প্রদ্যোৎ কুমার সাধু।

গত ২০শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার তারিখে নব নির্ব্বাচিত কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণের সভার অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভ্যগণ নিম্নলিখিত পদের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। বিষ্ণুপদ রায় সভাপতি, শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্পাদক, বিজলী ভূষণ মিত্র সহঃ সম্পাদক, দ্বারকানাথ সাহা গ্রন্থাধ্যক্ষ, অমিয়মোহন রায় ও গোপালচন্দ্র বসু সহঃ গ্রন্থাধ্যক্ষ, গোপাল চন্দ্র বসু কোষাধ্যক্ষ, রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হিসাব পরিদর্শক ব্যোমকেশ ঘোষ গ্রন্থ পরিদর্শক, বিজয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহঃ গ্রন্থ পরিদর্শক। বিশেষ দ্রষ্টব্য—উক্ত সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি স্থিরীকৃত হইয়াছে। (১) প্রভাসচন্দ্র সেন গুপ্ত ও পশুপতি চট্টোপাধ্যায় কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য না হইলেও গ্রন্থাধ্যক্ষকে সাহায্য করিতে পারিবেন।

(২) দেশবন্ধু পাঠাগারের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে যে সমস্ত অর্থ সংগ্রহ করা হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে যাহা খরচ হইয়াছে তাহার জমাখরচ তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। যদি কেহ দেখিতে ইচ্ছা করেন তবে প্রাতে ৮টা হইতে ৯।০টা এবং সন্ধ্যা ৭।০টা হইতে ৮।০টা মধ্যে উক্ত পাঠাগারে আসিয়া দেখিয়া যাইতে পারেন।

কাশী নারীধর্ষনের মোকর্দ্দমা।

—•—

শিরতাজী নাম্নী একটী স্ত্রীলোকের দুইজন আত্মীয় কাশী জেলে ছিল। শিরতাজী তাহাদিগের সহিত দেখা করিবার জন্য জৌনপুর হইতে কাশীতে আসিয়াছিল। দেখা শুনা শেষ করিতে রাত্রি অধিক হওয়ায় শিরতাজী রাত্রিতে গ্রামে ফিরিয়া যাইতে পারে নাই। সে সুখদেও সিং ও বুধরাম নামক ওয়ার্ডারদ্বয়ের নিকট জেলের বাহিরের বারান্দায় শুইয়া থাকিবার অনুমতি গ্রহণ করে শিরতাজী ঐ স্থানে শুইয়া থাকিবার কালে ওয়ার্ডারদ্বয় দুইবার তাহাকে গৃহ মধ্যে লইয়া যাইতে চাহে। শিরতাজী তাহাতে সম্মত না হওয়ায় ওয়ার্ডার দুইজন বলপূর্ব্বক তাহার সতীত্ব নাশ করিয়া গুরুতরভাবে প্রহার করিয়া তাহাকে বাগানে ফেলিয়া দেয়। পরদিন বাগানের মালী তাহাকে অচেতন অবস্থায় বাগানে দেখিতে পায়। সেসন আদালতের বিচারে আসামীদিগকে বলাৎকারের অপরাধে ৩ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩০ ঘা বেত্রদণ্ড এবং হত্যার চেষ্টার অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইয়াছে।

বিনাপণে বিবাহ।

—•—

গত ৩০শে বৈশাখ শুক্রবার ডায়মণ্ডহারবার সাবডিভিসনের অন্তর্গত কামারপোল গ্রামের অধিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ বসু এম, এ'র শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহে ডাক্তার মহাশয় কন্যাপক্ষের নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই কন্যাদায়ের কি ভীষণ কষ্ট ও অশান্তি তাহা তিনি বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছেন। চিকিৎসা ব্যবসায়ে তিনি যে অজস্র অর্থ অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহার সমস্তই ইতঃপূর্ব্বে ৫টী কন্যার বিবাহে তাঁহাকে ব্যয় করিতে হইয়াছে। নিজে ভুক্তভোগী বলিয়া অপরকেও তিনি বিপদে ফেলিতে ইচ্ছুক হন নাই। তাঁহার এই মহানুভবতা ও সদৃষ্টান্ত সকলেরই অনুকরণীয়।

নিলামের ইস্তাহার।

চৌকী জঙ্গিপুরের প্রথম মুন্সেফী আদালত।

নিলামের দিন ১৫ই জুলাই ১৯২৭।

—•—

২৬০ খাং ডিঃ মৌঃ সৈয়দ আবু আসগর মিঞা দিং দেং শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায় ওরফে সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দাবি ৩০৸৶০ পং জোয়ারবিরাহিমপুর মৌজে ফতেপুর ৫৴০ কাত ২৷৵১৪ আঃ ২০৲

২৮৬ খাং ডিঃ সাজ্জাদ আহম্মদ চৌধুরী দিং দেং আবদুল রহমান বিশ্বাস দিং দাবি ৮৮৷৴৯ পং কুণ্ডরপ্রতাপ মৌজে কাঁকড়ামাড়ি ১৮৴২৫ কাত ১২৸৶০ আঃ ৮০৲

২৮৮ খাং ডিঃ ঐ দেং মহম্মদ হোসেন সেখ দিং দাবি ১৫৯৷৵৩ পং কুণ্ডরপ্রতাপ মৌজে পুরাপাড়া ১১৸২৮ কাত ২২৷৬ আঃ ১৫০৲

১০২ স্বত্ব ডিঃ সেক্রেটারী ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়া ইন কাউন্সিল দেং মকসুদ আলি বিশ্বাস দিং দাবি ১৩৫৷৶৬ পং কাশিপুর মৌজে সোনাপুর বলরামবাটী ৪৸৩৷৷৵ তন্মধ্যে দেন্দারের অর্দ্ধেক ২৷৪৷৴০ আঃ ৩০৲ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ১০০৴০ বিঘা তন্মধ্যে দেন্দারের ৩৭৷৷০ বিঘা আঃ ২০০৲ ৩নং লাট সেকন্দরা মধ্যে ৭৷৩ বিঘা আঃ ৭০৲

৩৩৭ মনি ডিঃ ফুলু বিবি দেং তাহের সেখ দাবি ৫০৪৸৴০ পং সুলতানউজিয়ান মৌজে হারোয়া ২৴৩৸০ কাত ৩৸৵০ তন্মধ্যে দেন্দারের ১৴১৸৵ আঃ ১৫৲ ২নং লাট মৌজে বংশবাটি ৫৴০ কাত ১৸৵০ তন্মধ্যে দেন্দারের ২৷৷০ আঃ ২৫৲ ৩নং লাট মৌজে বংশবাটি ১৷৷০ কাত ১০ তন্মধ্যে দেন্দারের ৸০ আঃ ১০৲ ৪নং লাট মৌজে হারোয়া ৬৷১ কাত ৬, তন্মধ্যে দেন্দারের ৩৴৩ আঃ ৬০৲ ৫নং লাট মৌজে বংশবাটি ১৷৷০ কাত ১৷৷০ তন্মধ্যে দেন্দারের ৸০ আঃ ১৫৲ ৬নং লাট বসতবাটী ৴৪ কাত ১৲ তন্মধ্যে দেন্দারের ৴২ আঃ ২০৲

চৌকি জঙ্গিপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত।

নিলামের দিন ১৮ই জুলাই ১৯২৭।

—০—

২০৮ খাং ডিঃ ওয়াক ষ্টেটের মাতুয়ালী সাজ্জাদ আহম্মদ চৌধুরী দিং দেং গিরীশচন্দ্র মণ্ডল দাবি ২৩৭৷৷৵৬ পং দশহাজারী মৌজে সুদনা ৪৯৸৪৷ কাত ৭৪৲ আঃ ১৯০৲

২০৯ খাং ডিঃ ঐ দেং ঝাল্লুরা রায় দাবি ২৯৷৷৶৯ পং দশহাজারী মৌজে চিলামাড়া ৫৷৷০৸ কাত ৩৷৷৴০ আঃ ২০৲

২১০ খাং ডিঃ ঐ দেং প্রভু ঘাটোয়াল দাবি ৩৭৷৯ পং দশহাজারী মৌজে চিলামাড়া ৭৷৷২৷৷ কাত ৪৸৵১০ আঃ ৩০৲

২১১ খাং ডিঃ ঐ দেং আলিমহম্মদ মিঞা দিং দাবি ৮৩৸৵০ পং দশহাজারী মৌজে বাগদাবরা ২১৷৩৷ কাত ২১৷৵১০ আঃ ৫০৲

২১২ খাং ডিঃ ঐ দেং সাফিরুদ্দিন বিশ্বাস দিং দাবি ৩৬৷৷৶৬ পং দশহাজারী মৌজে চিলামাড়া ৬৷০৷ কাত ৫৶০ আঃ ৩০৲

২৩৯ খাং ডিঃ ঐ দেং ফুলমনি দাস্যা দাবি ১৫৷৶০ পং দশহাজারী মৌজে লক্ষ্মীপুর ৷৩ কাত ১৷৷০ আঃ ১০৲

২৪০ খাং ডিঃ ঐ দেং যাদু মাহাতো দিং দাবি ১৯৷৶৩ পং দশহাজারী মৌজে তালিপুর ২৷০ কাত ২৷০ আঃ ১৫৲

২৪১ খাং ডিঃ ঐ দেং ফুলমনি দাস্যা দাবি ১৯৴০ পং দশহাজারী মৌজে লক্ষ্মীপুর ৬৸১৷ কাত ২৴১০ আঃ ২০৲

২৪২ খাং ডিঃ ঐ দেং উজির মহম্মদ বিশ্বাস দাবি ১৭৴৬ পং দশহাজারী মৌজে ভৈরবডাঙ্গা ৭৸৪৷৷০ কাত ২৷০ আঃ ২০৲

২৪৩ খাং ডিঃ ঐ দেং রাঙ্গু ঘোষ দাবি ১৩৷৶০ পং দশহাজারী মৌজে বাগদাবরা ১৷৷০ কাত ১৵০ আঃ ১০৲

দারুণ গ্রীষ্মে 'জবাকুসুম' বিশেষ আরামপ্রদ

—স্নানে ও প্রসাধনে প্রত্যহ 'জবাকুসুম' ব্যবহার করিবেন—

'জবাকুসুম' প্রত্যেক বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়। সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ, ২৯ নং কলুটোলা, কলিকাতা।

গর্ভনিবারণ চুর্ণ।

রুগ্না বা দরিদ্র রমণীগণ ইহা ব্যবহার করিয়া যতকাল আবশ্যক তাঁহাদের গর্ভসঞ্চার বন্ধ রাখিতে পারেন। ইহাতে জরায়ু বা ডিম্বকোষ (ওভেরী) চির দিনের মত নষ্ট করে না। ঔষধ বন্ধ করিলেই আবার গর্ভগ্রহণ শক্তি জন্মে। ইহাতে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য বিন্দুমাত্রও নষ্ট হয় না, বরং যৌবন শোভা দীর্ঘস্থায়ী হয়। ব্যবস্থা পত্রে সকল গোপনীয় কথা লেখা থাকে। টিকিট দিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয়। দরিদ্র দেশে অবাধে ব্যবহারের নিমিত্ত এবং গুণ প্রচারার্থ আপাততঃ দীর্ঘকালের উপযোগী এক কৌটার মূল্য ডাঃ মাঃ সহ ১৷০ এক টাকা চারি আনা।

ঠিকানা—

মেসার্স বি, দে, গুপ্ত সন্স।

পোঃ বারদী, জিলা ঢাকা।

পণ্ডিত প্রেস।

এই প্রেসে জমিদারী সেরেস্তার চেক, দাখিলা, আরজী, ওকালতনামা, নিমন্ত্রণ পত্র, বিবাহের প্রীতি-উপহার, স্কুলের প্রশ্নপত্র, বেতন আদায়ের রসিদ, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, সেটেলমেন্টের নানারকম ফরম প্রভৃতি যাতীয় ছাপার কাজ নূতন অক্ষরে সুলভে ও সত্বর হইয়া থাকে পরীক্ষা প্রার্থনীয়

কার্য্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত প্রেস।

রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ।)

প্রশংসার বিষয়

এই যে ৪৬ বৎসরের উর্দ্ধকাল আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসীর স্থায়ীত্ব। এই ফার্ম্মাসী ভারতের প্রধান প্রধান নগরগুলিতে ব্রাঞ্চ স্থাপন করিয়াছে। তা ছাড়া জেলায় জেলায়, এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরগুলিতেও ব্রাঞ্চ বা এজেন্ট রাখিয়া সাধারণের উপকার করিতেছে। এই ফার্ম্মাসীর কোন ঔষধেই কোন বিষাক্ত দ্রব্য নাই। একটী ঔষধ শুদ্ধ গাছগাছড়া দ্বারা তৈয়ারী। উহার নাম **'আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা'**। উহার এক কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে। প্রত্যেক কৌটা এক টাকায় বিক্রীত হয়। এই ঔষধটীর গুণ কি শুনুন :—ইহা সেবনে শুক্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া, ধাতু দৌর্ব্বল্য, মেহ, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, শুক্রক্ষয়জনিত মাথাধরা, মাথা ঘোরা প্রভৃতি, স্বপ্নদোষ, অকালিক ক্ষয়, মেধা শক্তির হ্রাস, বহুমূত্র প্রভৃতি পুরুষের রোগ ; প্রদর, কষ্টরজঃ, স্বপ্নরজঃ প্রভৃতি জরায়ুর অন্যান্য পীড়া প্রভৃতি স্ত্রীলোকের রোগ দূর হয়। কলিকাতার ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসীতে পাওয়া যায়।

নিম্নঠিকানায়ও এই ঔষধ বিক্রয় হয়।

জঙ্গিপুর সংবাদ আফিস।

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ইলেক্ট্রিক সাল্টউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে আত অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১॥০ দেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহকক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা ; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৶০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র ; মাশুলাদি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা ; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা.

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।৶০ সাত আনা।

যাবতায় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, আরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

বিনা অস্ত্রে আরোগ্য,

অপেরীণ।

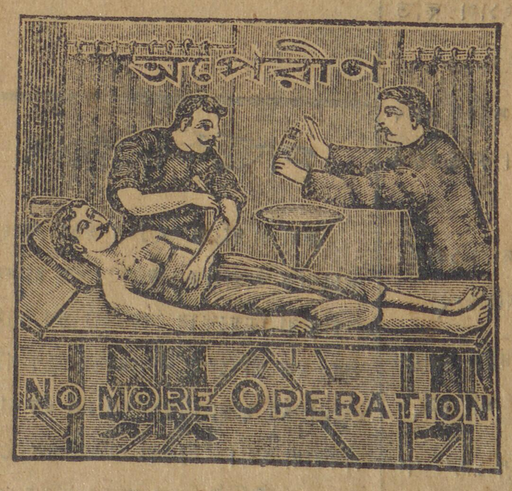

ডাক্তার বি, এন, রায় করেন আবিষ্কার,
ল্যান্সেটের খোঁচা খেতে হবে নাকো আর।
বাগী, ফোড়া, পৃষ্ঠাঘাত আদি যত রোগে,
অপারেশন করে লোক কি যন্ত্রণা ভোগে।
প্রথম অবস্থাতে যদি করেন ব্যবহার,
একেবারে বসে যাবে পাকবে নাকো আর।
পরবর্ত্তী অবস্থাতে আপনি যাবে ফেটে,
কষ্ট পেতে হবে না আর ছুরী দিয়ে কেটে।
দামও মোটে একটী টাকা মাশুল আট আনা,
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ (কলিকাতা ঠিকানা)।
ডাক্তার বি, এন, রায় এই ঠিকানায় থাকে,
ঔষধ পাইতে হইলে পত্র লিখুন তাকে।

দামোদর সুধা।

ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন ও পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

স্পিরিট ক্যাম্ফর

ওলাওঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ।৵০ ছয় আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ, কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।